আজকের কাগজ
16
তারিখ 30 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস: উৎস-পরিণতি প্রতিকার

সৈয়দ কামরুল আহসান

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি ক্ষুদ্রতম ভূখণ্ডের শিরোনাম। প্রত্যাশিত স্বপ্ন, আর অধিকার প্রাপ্তির জন্য একদিন আমরা অনিবার্য দায়বদ্ধতায় মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপে উদ্বেলিত ছিলাম। আপামর জনসাধারণ তথা বাংলাদেশের জামাত রাজাকার ভিন্ন প্রতিটি নাগরিক স্বভাব সুলভ আচরণে, দ্রোহে, বিশ্বাসে, সাহসে একদিন আমরা আমাদেরই ছিলাম। পরস্পর পরস্পরের ছিলাম। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘ সময়কালে আমরা আজ সন্ত্রাস নামক মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত।

১৯৭১-এ যে শিক্ষাক্ষেত্র শিক্ষার্থী রাজনীতি ও সমাজ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে চিহ্নিত ছিলো, অথচ একটা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী দ্বারা রাজনীতির শিরোনামে নষ্ট রাজনীতি ও রাজনীতিশূন্যতা সৃষ্টির অপকৌশলে ছাত্রদের নিজস্ব চেতনা দীপ্তিকে ক্রমাগত অন্ধকার পতনের দিকে ঠেলে দিতে দেখেছি। স্বেচ্ছায় তৈরিকৃত সন্ত্রাসী অন্ধকার ক্রমাগত সমগ্র দেশ ও মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধ, স্বাভাবিক জীবন-যাপনকে নিরাপত্তাহীন ও বিপন্ন করছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা সামগ্রিকভাবে খুব বেশি প্রত্যাশী ও স্বপ্নপ্রবণ ছিলাম। অথচ রাজনৈতিকভাবে আমরা মানবিক বৃত্তি ও জীবন-আচরণ বিরুদ্ধ অবস্থানে নিজেরাই নিজেদের দাঁড় করেছি, দাঁড় করিয়েছি, শত্রুমিত্র দ্বন্দ্বে নিজেরই প্রকাশ দিবালোকে কিংবা রাতের অন্ধকারে একে অন্যের দিকে বন্দুকের নল ঘুরিয়েছি, ঘুরিয়ে দিয়েছি। ক্রমাগত টার্গেট প্রাকটিস করেছি, করছি।

'সন্ত্রাস' শব্দের সাথে একদিন পরিচিত ছিলাম অথচ সন্ত্রাস কর্মের ক্রিয়া বিক্রিয়া একটা সমাজ ও দেশকে কিভাবে অন্ধকার ও পতনের দিকে কতটা ঠেলে দিতে পারে, সন্ত্রাস নামক বিনাশী আচরণ কতটা জীবন বিরুদ্ধ নিরাপত্তাহীন বৈরী পরিবেশ তৈরি করছে, সন্ত্রাস পরিণতি কতটা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধগুলো কেড়ে নিচ্ছে, এটা এখন ভেবে দেখা দরকার।

শিক্ষাক্ষেত্র শিক্ষার চারণভূমি হোক, বিদ্যার্থী আবারো নিজ নিজ পাঠে মনোনিবেশ করুক, রাজনৈতিক চেতনায় সত্যবদ্ধ হোক। শিক্ষার্থী নিশ্চিত নিরাপত্তায় ঘরে ফিরুক উচ্ছন্নের সন্তান। কেননা সন্ত্রাস সংক্রমণ আমাদের সমগ্র স্বদেশ ও নাগরিক-এর সমস্ত কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে। পশ্চাৎপদ বিরুদ্ধগতি থেকে রাজনীতি নির্ভর মূল্যবোধগুলোকে উদ্ধার করা আজ বড় বেশি প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে পরমত বিবেচ্য হোক, সঠিক কর্ম প্রচেষ্টায় মানবিক মূল্যবোধ ব্যাপ্তি লাভ করুক। এই বিশ্বাস ও চেতনা থেকে আমরা আবারো একত্রিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আচরণই মুক্তির হাতিয়ার হোক। আমাদের লক্ষ্য স্থির হোক মানুষ, মাটি আর উৎপাদন কেন্দ্রিক। ছাত্রজনতার বিশ্বাসী কর্ম প্রচেষ্টা কেননা কখনই জীবন বিরুদ্ধ সন্ত্রাসী অন্ধকারে চিরকাল অবর্তিত হতে পারে না। সম্মুখ দৃষ্টি ক্রমাগত দেশ ও সমাজ পরিবার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নে নিবেদিত হোক।

উপরোক্ত বিশ্বাস ও উচ্চারণের আলোকে আমি আমার ক্ষুদ্র এই রাজনৈতিক জীবনে, ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় সন্ত্রাসকে কিভাবে বেড়ে উঠতে দেখেছি তারই একটা চিত্র তুলে ধরতে চাইছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাসের আগমন

জীবন উন্নয়নের জন্য মানুষের শিক্ষা গ্রহণ অনিবার্য। মানুষের বিশ্বাস ও প্রথা, প্রজ্ঞা উৎকর্ষণে শিক্ষা একটি প্রবলতম মাধ্যম, মানুষের জীবন উত্তরণ, শিক্ষাগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতার অনুসারী, পাঠ উত্তর মানুষ তার প্রকৃতিগত বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা জীবনকেন্দ্রিক কর্মশীলতার প্রয়োগ করে বলেই জানি। কেননা যন্ত্রনির্ভর প্রয়োগের মাধ্যমে যন্ত্রনির্ভর প্রয়োগ মানবিক ধারণাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মে তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। মেধা ও মননের চর্চা করে তখনই জীবনকে উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত করা সম্ভব যখন আমরা সত্যবদ্ধতায় দায়বদ্ধ স্বভাবকে মূল্য দিতে শিখবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণের বা বিতরণের একটি ক্ষেত্র, যেখানে ছাত্র তার পাঠ গ্রহণকালে নিজেকে তৈরি করতে শেখে। দেশ ও সমাজের একটি ক্ষুদ্র একক হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের এই দেশে এই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত চেহারা বিশ্লেষণ করলে আমরা সমগ্র দেশের একটি বর্তমান সন্ত্রাস কবলিত চিত্র সম্পর্কে জানতে পারবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ ও বিতরণের প্রয়োজনে একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনিবার্য ছিলো। অথচ আজ এমন একটি শিক্ষা ক্ষেত্র সন্ত্রাসের বিনাশী স্বভাবে বিপন্ন। ছাত্র তার স্বাভাবিক জীবন ও চেতনার স্বাভাবিকতা হারাতে বসেছে। দেশের ও দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যক্তির উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবদান ইতিহাস স্বীকৃত। রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোন জীবন চলতে পারে না। অথচ সেই রাজনীতির হাত ধরেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস গড়ে উঠেছে, বিস্তার লাভ করেছে।

ইতিহাস তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আইয়ুব খান-এর শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের তদানিন্তন মোনায়েম খান অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে অভিনব কৌশলে এন. এস. এফ. (N.S.F.), ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট নামে ছাত্র সংগঠনের পরিচয়ে সন্ত্রাসী কর্ম সৃষ্টির উদ্দেশে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়ে ছিলেন। সেই থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করছি। সেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব খোকা ও পাঁচপাত্তুর নামে দু'জন ব্যক্তির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিলো। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রত্যাশা, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত নাগরিকের ঘর থেকে আসা, যারা তৎকালীন সময়ে ছাত্র ছিলেন তারা আজো জানেন নিশ্চয় কিভাবে সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসেছে।

ছাত্র সমাজ প্রকৃতই দেশের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতো, রাজনৈতিক সামাজিক প্রত্যাশার দিক নির্দেশক ছিলো ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা। দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে সে সময় প্রভাবিত করতো। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৮২/৮৩, ১৯৯০ যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাক শাসন আমলে ছাত্ররা দেশের একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলো বলেই, আইয়ুব-মোনায়েম খান সুকৌশলে দমননীতি, পেটোয় স্বভাবের নষ্ট প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলো। এভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাস-এর আগমন ঘটে। যা সময় অতিক্রমণে আজ বীষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

সামরিক সন্ত্রাসবাদ : রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের মাধ্যম

সন্ত্রাস নানাভাবে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সর্বস্তরে। আজ সন্ত্রাস শুধু মাত্র শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জীবন-যাপনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রভাব লক্ষ্য করছি।

এই সন্ত্রাস সৃষ্টির উৎস রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখছি। আমার পরিমিত জ্ঞান দিয়ে লক্ষ্য করেছি দেশের শাসনভার তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা থেকে শুরু করে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখার সময়কাল দীর্ঘায়িত করার জন্য সামরিক শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়েছে নানাভাবে।

আমাদের মত অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে সামরিক শক্তি একটি প্রভূত্ব নির্দেশক গোষ্ঠী, যারা জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট, দেশমাতৃকার ভৌগোলিক সীমারেখা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। অথচ এই উপমহাদেশে তথা পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বার্মা (মায়েনমার), বাংলাদেশ-এ আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করছি রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র পরিচালনায় সামরিক প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে যা কখনো সামরিক শাসন নামে কিংবা সরকারের অবয়ব নিয়ে অদৃশ্য-আড়াল অবস্থান থেকে ক্রমাগত মদদ যুগিয়েছে।

এই উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশের সন্ত্রাস শুধুমাত্র একটি সামাজিক ব্যাধি নয় এটা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিক কারণকে কেন্দ্র করে বহু সন্ত্রাস হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে প্রত্যক্ষ করছি রাজনীতি এখন সন্ত্রাসকে লালন পালন করছে। এটা খুবই অবিশ্বাস্য সত্য যে, রাজনীতির মত জনকল্যাণকামী প্রচেষ্টায়ও আজ সন্ত্রাসের ব্যবহার চলছে।

পরবর্তী কিস্তি ২ এপ্রিল

সৈয়দ কামরুল আহসান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।